তারিখ 03 JUN 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

দৈনিক আমাদের সময়

বেসরকারি শিক্ষকদের পেনশন সুবিধা

পর্যায়ক্রমে সার্বজনীন ব্যবস্থা প্রণয়নের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ৯৫ শতাংশই বেসরকারি চাকরিজীবী। তাদের মধ্যে মাত্র ৮ শতাংশের গ্র্যাচুইটি সুবিধা আছে। বাকি বিশাল শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী এ সুবিধাবঞ্চিত। অন্যদিকে ৫ শতাংশ সরকারি কর্মচারীর সবাই চাকরি শেষে পেনশন সুবিধা ভোগ করেন। সরকারি-বেসরকারি চাকুরেদের মধ্যে বিদ্যমান এ বৈষম্য দূরীকরণে সরকার নিয়ন্ত্রিত সমন্বিত কাঠামোর আওতায় সর্বজনীন পেনশন

বাজেটে প্রথম

ব্যবস্থা প্রণয়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দেশের সব বেসরকারি চাকুরেকে পেনশন সুবিধার আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। গতকাল ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণাকালে তিনি এসব কথা জানান।

এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে ১৬ হাজার ৯১৬ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ৫ শতাংশ) পেনশন বা গ্র্যাচুইটি খাতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১১ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে তা ১১ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেন, বেসরকারি শিক্ষকদের কল্যাণে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবসর সুবিধা বোর্ড-এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকার এন্ডাওমেন্ট ফান্ড এবং ১০০ কোটি টাকা এককালীন ফান্ড প্রস্তাব করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৫

বেসরকারি শিক্ষকদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) এ ছাড়া বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে এককালীন ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, জনসংখ্যা ও গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে জনমিতিক কাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে। এতে প্রবীণদের সংখ্যা এবং মোট জনগোষ্ঠীতে এর অনুপাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরায়ণের কারণে একক পরিবারের সংখ্যাও বাড়ছে, যা ভবিষ্যতে প্রবীণদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে নিরাপত্তাহীন হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করছে। সরকারের একার পক্ষে এ ঝুঁকি মোকাবিলা দুরূহ হবে। এ লক্ষ্যে সব শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীসহ প্রবীণদের জন্য একটি সর্বজনীন ও টেকসই পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তন করা এখন সময়ের দাবি। মন্ত্রী আরও বলেন, এ লক্ষ্যে পেনশন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার কথা ভাবছি আমরা। এতে ভবিষ্যতে যোগদানকারী সব চাকরিজীবীর জন্য বিদ্যমান পেনশন পদ্ধতি পরিবর্তন করে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পেনশন পদ্ধতি চালু করা হবে। পর্যায়ক্রমে আধাসরকারি ও ব্যক্তিগত খাতে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক বা স্ব-কর্মস্থানে নিয়োজিত কর্মজীবীসহ সব স্তরের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত সমন্বিত কাঠামোর আওতায় সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিপিএস ব্যবস্থা যেভাবে বেসরকারি খাতে একটি পেনশন সুযোগ করে দিয়েছে, এখন এটিকে সর্বজনীন করার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটিই হবে নতুন পরিকল্পনার ভিত্তি। এ ব্যবস্থায় প্রবীণদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। এ ছাড়া দেশের আর্থিক খাতের গভীরতা নিশ্চিতসহ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ চাহিদা পূরণে সহায়ক তহবিল সৃষ্টি করবে।